দৈনিক বাংলা

09

তারিখ 28 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

গণশিক্ষায় অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব রোধ সম্ভব ঃ ফার্স্ট লেডী

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহে), ২৭শে ফেব্রুয়ারী (বাসস)।– ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ বলেন, সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কে জন-গণকে জ্ঞানদান করে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব রোধ করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, দারিদ্র নয়, পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য দেশে শিশুসহ হাজার হাজার লোক অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

ফার্স্ট লেডী (প্রথম পৃঃ পর)

ফার্স্ট লেডী আজ বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ সমিতির (বিএনএসবি) একটি চক্ষু শিবিরে চোখে ৫ লাখতম অস্ত্রোপচার উপলক্ষে এখানে আয়ো-জিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় সংসদের স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, পশ্চিম জার্মান মিশনের উপ–প্রধান ম্যাক্স মাউলটেকা, আন্দেরী হিলফের সভা-নেত্রী মিসেস রোজী গোলম্যান, রাজ-কীয় কমনওয়েলথ অন্ধ সমিতির প্রতিনিধি খ্রীস্টোফার ইবি ফ্রন্ড এবং বিএনএসবির সম্পাদক ডাঃ কে জামানও এ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন।

ফার্স্ট লেডী বলেন, বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক অপুষ্টি ও অন্যান্য রোগে অন্ধ হচ্ছে। এদের মধ্যে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ হাজার শিশু প্রতিবছর অন্ধ হচ্ছে।

বেগম এরশাদ অন্ধত্ব রোধ করতে শিশুদের সবজি, ফল ও অন্যান্য পুষ্টি-কর খাদ্য দেয়ার জন্য মায়েদের উদ্বুদ্ধ করার আহবান জানান।

ফার্স্ট লেডী বলেন, দেশে মৃত্যুর হার বেশী এবং সরকার এটা বন্ধ করতে বিভিন্ন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ শক্তিশালী করা এবং মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্য বর্তমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবি–ধার উল্লেখ করে ফার্স্ট লেডী বলেন, প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপা–তালে চক্ষু রুগীদের জন্য ৩০ থেকে ৪০ শয্যার একটি চক্ষু ওয়ার্ড রয়েছে এবং ১০০ শয্যার একটি জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল কেন্দ্রীয়–ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

ফার্স্ট লেডী অন্ধত্ব দূর করতে সরকারের প্রচেষ্টায় বিদেশী সংস্থাসহ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং বলেন, সংগঠনগুলো প্রত্যন্তএলাকায় অব-হেলিত জনগণকে চিকিৎসা পরিচর্যা প্রদান করতে সহযোগিতা ও সাহায্য করছে।

তিনি সচেতন ও শিক্ষিত জনগণের প্রতি সমাজে অন্ধত্বের কারণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী দুর্গত মানবতার দুর্দশা লাঘবে ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদের ভূমি-কার প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, সরকার সমাজ থেকে অন্ধত্বের অভিশাপ দূর করতে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তিনি সমাজের সচ্ছল ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার আহবান জানান।

পশ্চিম জার্মান মিশনের উপ–প্রধান পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্টের একটি বাণী পাঠ করেন। প্রেসিডেন্ট সমাজ থেকে অন্ধত্ব দূর করতে সম্ভাব্য সব সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ফার্স্ট লেডী এখানে আগমন করলে সমাজের সর্বস্তরের হাজার হাজার লোক তাকে স্বাগত জানায়। ফার্স্ট লেডী চোখের ৫ লাখতম অস্ত্রোপচার প্রত্যক্ষ করেন। বিএনএসবির প্রতীক তাকে উপহার দেয়া হয়।